Released 14-12-1940

কমলা টকীজ
লিমিটেডের

রাজকুমারের নির্ব্বাসন

কমলা টকীজের—

৩য় অবদান

রাজকুমারের নির্ব্বাসন

পরিচালক—

সুকুমার দাশগুপ্ত

শুভ-উদ্বোধন

১৪ই ডিসেম্বর, শনিবার

পরিবেশক—রীতেন এণ্ড কোং

এই চিত্রগ্রহণে আসবাবপত্র দিয়া যাঁহারা আমাদের
সাহায্য করেছেন—

মেসার্স এস্, কে, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং লিমিটেড
" হাস্মল এণ্ড সনস্
" ইষ্টার্ণ ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী
" রেডিও সাপ্লাই কোং লিমিটেড
" ন্যাশানাল ভ্যারাইটী ষ্টোরস্
" ল্যাবরেটরি সাপ্লাই লিমিটেড

কারখানার দৃশ্যসমূহ শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের সৌজন্যে—
" ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানী লিমিটেডের "
দাশনগর কারখানায় গৃহীত।

• • •

অভ্রের খনির দৃশ্যাদি
মেসার্স ছট্টুরাম হরীলরাম লিমিটেডের সৌজন্যে—
কোডারমায় গৃহীত

কুমার প্রকাশচন্দ্র চন্দ্র, থাকে কলিকাতায়—নিজেদের রাজপ্রাসাদে, ঘুম থেকে ওঠে—বেলা দশটার পর, গ্রামোফন বাজিয়ে তাকে জাগাতে হয়!

পিতা রাজাবাহাদুর সারদারঞ্জনের অজস্র অর্থ; আর সেই অর্থ খরচ করবার জন্যই যেন কুমার বাহাদুর এ দুনিয়ায় এসেছে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কি করে উপার্জ্জন করতে হয়, সে শিক্ষা সে পায় নি,—সে ভাবনাও তার নেই।

বুড়ো রাজা ধম্‌কান,—রাজ্যচ্যুতির ভয় দেখান—তবুও রাজকুমারের খরচের মাত্রা বেড়েই চলে। মাসে মাসে ব্যাঙ্কে "ওভারড্রাফ্‌ট"ও হ'য়ে পড়ে।

এ-হেন লোকের কাছ হ'তে কোন একটা প্রয়োজনের অজুহাত দিয়ে টাকা আদায় করা সহজ। ভবঘুরে বন্ধু বিভাস এসে এক কথায়:দশ হাজার টাকার এক খানা চেক নিয়ে চলে যায়। রাজকুমারেরই খরচ। ইঙ্গবঙ্গ-সমাজের সুন্দরী-কুলরাণী সবিতা নাচের পার্টি দেয়। রাজকুমারেরই প্রাসাদে। সেই পার্টিতে ভদ্রবেশী লম্পট ও প্রতারক প্রমোদরঞ্জন মোড়লী করে বেড়ায়।

রাজাবাহাদুর দেখেন পুত্র শোধ্‌রাবার নয়। যতদিন রাজকুমার সে থাকবে, ততদিন সে বুঝবেনা—টাকা রোজগার করতে কতটা মেহনৎ দরকার।

নাচের আসরে আনন্দ-কোলাহল নিবিয়ে দিতে যেন রাজার আদেশ আসে,—রাজকুমারকে কালকের মধ্যেই পৈত্রিক নাম, ধাম, অর্থ, পদবী, মর্য্যাদা,—সব ত্যাগ করে চলে যেতে হবে।

সবিতার রাজ-কুল-বধূ হ'বার স্বপ্ন যায় ভেঙ্গে।

রাজকুমার প্রকাশচন্দ্র পরদিন ভবঘুরে প্রকাশ সেজে সামান্য একটা সুটকেশ হাতে সকলের অজ্ঞাতে বেরিয়ে পড়ে—নিরুদ্দেশের পথে।

• • • • •

পথ ঘোরাতে জানে—আশ্রয় দিতে জানে না। আশ্রয়ের জন্য ঘর কি ক'রে ভাড়া নিতে হয়—তাও সবাই জানে না। অনভ্যস্ত হাতে সুটকেশ নিয়ে রাজকুমার পথে পথে ফিরে—শ্রান্ত ক্লান্ত চরণে দাঁড়ায় এসে একখানা ছোট, ছবির মত সুন্দর বাড়ীর সামনে।

বাড়ীখানা এক পাগলা চিত্রকরের। অতি করুণ তার পাগল হ'বার ইতিহাস। অবিবাহিতা বড় মেয়ে অনুই বাপের সেবা যত্ন করে, সংসার চালায়। ছোটবোন চঞ্চলা নিরু আর ছোট ভাই দুরন্ত অসীমের কাছে দিদিই তাদের হারাণো মায়ের প্রতিনিধি। বাড়ীতে দু'ঘর ভাড়াটে আছে—একজন সুবিধাবাদী খৃষ্টান ইস্কুল-মাষ্টারণী—প্রমীলাবালা—আর একজন—নিতান্ত গোবেচারা বাঙ্গাল স্বর্ণকার—কেষ্টগোপাল। এ দুজনের ঝক্কিও অনুকেই পোহাতে হয়।

দশ টাকা ভাড়ায় রাজকুমার প্রকাশচন্দ্র এখানেই একখানা ঘর পেল।

পরদিন দশটা বেজে গেছে—রাজকুমার তখনও ঘুমের দেশে: জাগাবে কে?—চাকর বেচন নেই—গ্রামোফনও বাজেনা। মাষ্টারণী বলে,—লোকটা নিশ্চয় খুনে। কেষ্টগোপাল ভাবে—হবেও বা স্বদেশী ডাকাত।

দিদির ঘরে, পড়ার নাম করে ঝগড়া করছে—নিরু ও অসীম। নিরু জানে কেষ্টগোপাল মনে মনে তার দিদিকে ভালবাসে। সেই সুযোগ নিয়ে তাকে দিয়ে নিরু এক বাক্স টফি আনিয়েছে—আর ঝগড়া হচ্ছে তাই নিয়ে। দিদি আসে দুজনকেই শাসন করতে,—মাষ্টারণী এসে চেঁচায়—বাড়ীতে একটা খুনে ভাড়াটে এনে এরূপ-ভাবে নিশ্চিন্ত থাকে কি করে! —তারপর কেষ্টগোপালের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় নতুন ভাড়াটের দরজায় আড়ি পাত্‌তে।

আচম্‌কা দরজা খুলে বেরুল নতুন ভাড়াটে—আর দুজনে ছিট্‌কে পড়ে দুদিকে।

খানিকক্ষণ পরে অসীম দেখ্‌তে পায়—ঐ নতুন ভাড়াটে ছোট্ট একটা প্যাকেট্ একটা কুলির মাথায় চাপিয়ে নিয়ে আস্‌ছে। প্যাকেটে কি আছে? টফিও হ'তে পারে। নিরুকে নিয়ে সে চুপি চুপি উঁকি মারে রাজকুমারের ঘরের ভেতর। দেখে, প্যাকেট্ একটা নয়—দুটো।—একটাতে ষ্টোভ্, আর একটায় চায়ের সরঞ্জাম।

সাংসারিক কাজে আনাড়ী রাজকুমার ষ্টোভ্ ধরাতে গিয়ে ঘরময় আগুন দিলে ছড়িয়ে। নিজের আঙ্গুল গেল পুড়ে—নিরু ছুট্‌ল—ঘরের মধ্যে, অসীম ছুট্‌ল খবর দিতে।

রাজকুমারের হ'ল এতে শাপে বর। অসীম এল তৈরী চা নয়ে—দিদি পাঠিয়ে দিয়েছে। অসীমের সঙ্গে ভাবটাও তার হ'য়ে গেল। অসীমও জান্‌তে পারল—লোকটা খুব ভাল,—নাম—নরেন হালদার।

রাজকুমার সামান্য নরেন হালদার হ'য়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় চাকরীর খোঁজে। আশ্রয় যেমন হঠাৎ জুটেছিল—একটা চাকরীও তেমন জোটে।

মোটর দুর্ঘটনায় ধনী ব্যবসায়ী মিঃ চৌধুরীর আহত ড্রাইভারকে হাঁসপাতালে পৌছে দিতে গিয়ে, মিঃ চৌধুরী নরেনকে ড্রাইভার ঠাওরিয়ে বসে—নরেনেরও চাকরী জোটে।

আশ্রয় জুটেছে, চাকরী জুটেছে—নরেন আপাততঃ এতেই খুসী। নূতন বাড়ীর লোকেরাও তার ওপর খুসী—কেবল একজন ছাড়া। সে ঐ অযথা সন্দেহ-পরায়ণা মাষ্টারণী। যেমন ক'রেই হোক নরেনকে তাড়াতেই হবে। তারই প্ররোচনায় পাগল চিত্রকর অশোক রায় এসে নরেনকে হুকুম দিলেন—এক্ষুনি এই বাড়ী থেকে চলে যাও।

আবার স্যুটকেশটা হাতে নিলে নরেন—কিন্তু অনু এসে দিল বাধা—সজল চোখে জানালে তার পিতার পাগল হ'বার সকরুণ কাহিনী, কিন্তু আপনার হৃদয়ের ব্যথা জানাতে গিয়ে সে ঐ সুদর্শন যুবকটির হৃদয়ের কবাট্ খুলে দিলে। নরেনের যাওয়া আর হ'ল না।

নরেন যতই এ বাড়ীর প্রিয় হ'য়ে ওঠে, মাষ্টারণী ততই ক্ষেপ্‌তে থাকে,—বলে—বাবা! অনুর মত মেয়েকেও ঐ খুনেটা বশ করেছে গো! এ বাড়ীর সব কাজেই নরেনকে চাই। দিদির জন্মদিন,—নরেন না হ'লে বাড়ীর ফটক সাজান অসীমের হয় না! নরেন আনে ফুলের তোড়া,—অনু খুসী হ'য়ে তা নেয়।

মাষ্টারণী কেষ্টগোপালকে খোঁচায়—নরেনের সঙ্গে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাম্‌তে—নরেনের চেয়েও ভাল উপহার অনুকে দিতে।

নরেনের দেওয়া ফুলের তোড়া, তাইতে অনুর মন ওঠে ভ'রে। কেষ্টগোপাল পরাতে আসে হীরার হার, অনু ভাবে—এ হার কি তার সাজে? এর দাম যে অনেক!

পিছন হ'তে পাগল চিত্রকর এসে বলে—হার যে দিয়েছে, সে চেয়েছে সুন্দরকে ভোলাতে, কিন্তু ফুল যে দিয়েছে—সে শিল্পী—সে চেয়েছে সুন্দরকে ভালবাসতে।

বাইরে ও কে গেয়ে যায়—অনুর মনের রাগ বাজে তার সুরে। অনু আপন ভুলে এসে বসে ফুলে ভরা বাগানে—কুঞ্জতলে। সে গান—আজ নরেনকেও করে ঘরছাড়া।

নিরু জেগে দেখে—দিদি পাশে নেই। খোঁজ খোঁজ—অনু কই? দিদিমণি কই? নিরু, মাষ্টারণী, কেষ্টগোপাল, মোতির মা খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে বাগানে এসে দেখে—জোছ্‌না ঢালা নিরালা কুঞ্জতলে শুভ্র বেদীতে বসে—দুজনে চেয়ে আছে দুজনের পানে।

* * * *

তরুণীর অগাধ প্রেম, ধীরে ধীরে তাকে ভুলিয়ে দেয়,—সে ছিল এক রাজকুমার। ড্রাইভারের কাজের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী,—স্বার্থসর্ব্বস্ব মনিবের দুর্ব্ব্যবহার—সে হাসিমুখে সব স'য়ে যায়।

কেষ্টগোপাল অনুকে বিয়ে করতে চায়—অনুরোধ করে নরেনকে—ঘট্‌কালি করতে। এ অসহ্য— কোথাকার একটা বাঙ্গাল, সে অনুকে বৌ করতে চায়! গম্ভীর হয়ে যায়—নরেন,—অবাকও হয়,—তবু প্রতিশ্রুতি দেয়—কেষ্টগোপালের অনুরোধ—সে রাখ্‌বে।

অনু নরেনকে ভুল বোঝে—ভাবে, কুমারী অনুকে নিয়ে সে তামাসা করছে। অনু ক্ষুব্ধ হয়—তার ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়, নরেনকে তার পিতার চিত্রশালায় দেখে। সে ভাবে—শুধু তাকে নয়, নরেন তার পিতার পাগলামি নিয়েও তামাসা করছে।

নিজেদের আত্ম-সম্মান আহত মনে করে, অভিমানিনী ক্ষিপ্তা হ'য়ে উঠ্‌ল। ধীরে ধীরে দুজনের মনের মধ্যে গ'ড়ে উঠ্‌ল—মস্ত বড় এক অভিমানের প্রাচীর।

* * * *

কোন তরুণী এসে আপন হাতে নরেনের ঘর গুছিয়ে দেয় না। অনু তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এসময়ে চাকরী ছেড়েও তাকে দূরে স'রে আসতে হলো—কেবল সবিতার সঙ্গে দেখা হ'বার ভয়ে।

এ সময়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিলে না,—শুধু একজন,—সে শ্রীমান অসীম। নরেনদার ঘরখানাই—অসীমের দুষ্টামীর কারখানা। এখানে সে বাজী তৈরী করে,—বেলুন বানায়। মাষ্টারণীকে সে বেলুনে করে উড়িয়ে অন্য বাড়ীর ছাদে ফেলে দিয়ে আস্‌বে।

সেটা অবশ্য সম্ভব হলো না—তবে বাজী তৈরী করতে গিয়ে, একদিন সে করে বস্‌ল—লঙ্কাকাণ্ড, আর তাতে—নরেন ও অনুর মনের মাঝে অভিমানের প্রাচীরটা গেল পুড়ে।

* * * *

নরেন ফিরে পেল তার আনন্দ—আর চাকরী করবার উৎসাহ। একটা কারখানায় তার নূতন চাকরীও গেল জুটে।

অনু আবার রোজ ভোরে, চা নিয়ে এসে, তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়—জোর করে পাঠিয়ে দেয় তার কাজে।

নিষ্ঠুর কারখানা—নিষ্ঠুর তার মালিক—চারদিকে তার নিষ্ঠুর আবেষ্টনী। তার পেষণে মর্‌ছে—কত তরুণ প্রাণ, ঘট্‌ছে কত দুর্ঘটনা। আতঙ্কে শিউরে উঠে নরেন, তবুও সে কাজ করে যায়।

দিনের শেষে এই নিষ্ঠুর দুনিয়ার কাজ সেরে—কর্ম্মশ্রান্ত দেহ নিয়ে সে উন্মুখচিত্তে ফেরে—বাড়ীর দিকে, দরদী হাতের পরশটুকু পাওয়ার আশায়।

একদিন এমনি ফির্‌তিপথে তার চোখে পড়্‌ল—গঙ্গার ধারে সেই ভদ্রবেশী লম্পট প্রমোদ ওরফে ডন্ জুয়ান—আর তার পাশে ব'সে—নিরু।

নরেন জান্‌ত না—এই জঘন্য প্রকৃতির লোকটা ইতিমধ্যেই এই বাড়ীতে প্রতিপত্তি জমিয়েছে নিরুকে সে বিয়ে করতে চায়—অনু ভাব্‌ছে—পাত্রটী বোধ: হয় ভাল—মত দেওয়া উচিত।

এ হেন সর্ব্বনাশ হ'তে নিরুকে বাঁচাতে গিয়ে নরেন খুব সুবিধা করতে পারলে না।

ডন্ জুয়ানের চরিত্রের ইতিকথা প্রকাশ করতে গেলে, পাছে তার নিজের পরিচয় বেরিয়ে পড়ে তাই সে ঠিকমত বাধা দিতে পার্‌ল না—ফলে—অনু তাকে ভুল বুঝল। পাগল বাপ এসে—দুজনের হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে গেলেন। তবুও মানিনীর মান ভাঙ্গ্‌ল না।

* * * *

ডন্ জুয়ান দেখ্‌লে—রাজকুমার থাক্‌তে, নিরুকে জয় করা অসম্ভব। কুবুদ্ধিতে তার মস্তিষ্ক উর্ব্বর—সুকৌশলে সে নিরুকে বুঝিয়ে দিলে—নরেন এক বড় লোকের ত্যাজ্যপুত্র—চরিত্রহীন,—নামও তার নরেন নয়। অভিমানে আহত অনুর অপ্রকৃতিস্থ মনেও সে নরেন সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়ে তুল্‌লে।

সে সন্দেহে ইন্ধন জোগালে মাষ্টারণী। ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে খবর দিল—খুনেটাকে পুলিশ হাতকড়া দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

সন্দেহ পূর্ণমাত্রায় বেড়ে গেল—যখন অনু দেখ্‌ল—একদিন রাতদুপুরে, তারই বাড়ীর সামনে, এক তরুণী নরেনকে গাড়ী থেকে নাবিয়ে দিচ্ছে।

কারখানায় যার "ভ্যানিটি ব্যাগ্" চুরির অপবাদে নরেনকে ধরা হয়—সে সবিতা। সবিতাই নরেনকে হাজত থেকে ছাড়িয়ে এনে অনুর বাড়ীতে পৌছে দিয়ে যায়।

কিন্তু অনু ত তা' জানে না। সে নরেনের কাছে তার পূর্ব্ব ইতিহাস জান্‌তে চাইল। জান্‌তে চাইল—প্রমোদবাবুর কথা সত্য কিনা—ঐ মেয়েটী কে?

এ প্রশ্নের জবাব রাজকুমার দিতে পারে না—দিলেও না। অভিমানে বিক্ষুব্ধা অনু নীরবে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে—তার কুমারী হৃদয়ের সব ভালবাসাটুকু নরেন নিঙড়ে নিয়ে চলে গেল।

রাজকুমার চিরদিনের মত এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

* * * * * *

রাজাবাহাদুর তাড়িয়েছেন রাজকুমারকে।—

অনু তাড়াল—যাকে সে ভালবেসেছে!—

একদিন যদি এই বিতাড়িত যুবকটী আপন পায়ে দাঁড়িয়ে,—বিরাট প্রতিষ্ঠা ও অর্থ নিয়ে ফিরে আসে—তখন?—

রাজাবাহাদুর কি ফিরে পাবে রাজকুমারকে? পিতা কি ফিরে পাবে—তাঁর একমাত্র পুত্রকে? আর অভিমানিনী নারী—তুমি কি জান তোমার প্রিয়তমের হৃদয় কতখানি ভেঙ্গে দিয়েছ?

—অকারণে—না বুঝে—? তোমাকে ভোল্‌বার জন্যই—কঠোর কর্ম্মজীবন সে বরণ করে নেবে। হয়ত সুপ্রতিষ্ঠিত হ'বে—কিন্তু—প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা যদি একদিন তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়—সেদিন—বলত অভিমানিনী—

"বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে
আবার ফিরাবে বল কিসের ছলে।"

সঙ্গীতাংশ

— এক —

জাগো প্রথম প্রণয় লাজ ল'য়ে,
হও চিরজয়ী অথির চিত্ত জয়ে।
প্রথম জাগানো ফুল সম জাগো,
আপন সুরভি গন্ধে,
তপন তিলক পর ভালে তব,
জাগো এ প্রভাতী ছন্দে।

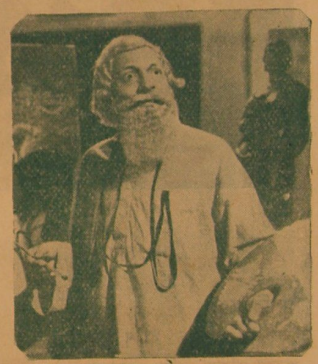

—দুই—

আমারে ভুল্‌বে কেমন কোরে।
আমি যে ফুল হ'য়ে রই তোমার কেশে,
রহি যে নূপুর হ'য়ে চরণ ধরে,
ছায়া যে আলোর সাথী চিরতরে।

* * * *

জানিগো রঙ্গরাণী,
সাগর পারের রাজার কুমার—
হরিল পরাণ খানি।
সে চাহে জয়ের মালা,
আমি প্রেমে হার মানি,
সেইতো আমার জয় জানি।

— তিন —

তুমি এলে আজ মোর আঁখি ধারে, বন্ধুহে,
মিশাতে অশ্রু তব,
আমার প্রদীপে ছিলনাত শিখা,
তুমি হ'লে শিখা নব।

দুঃখেরে আমি প্রিয়তম করি,
রেখে ছনু মম অন্তর ভরি,
মোর প্রতিমায় দিলে যদি প্রাণ,
সে সুখ বরিয়া লব।

উদয় উষায় গোধূলি বেলায়,
কভু দেখি আলো, কভু যে ছায়ায়,
আমার যে কথা, কেহ শুধালোনা,
সে কথা তোমারে ক'ব।

— চার —

বাঁশরিয়ারে,
কোথায় শিখেছ বাঁশি বাজান,
শ্রবণে পশিয়া বাঁশি, হোলো যে মরণ বাণ।
চাঁন্দের কণা গলিয়া পড়ে সুরে গো,
নিকটে শুনি যে বাঁশি বাজাইলে দূরে গো,
পোড়া বাঁশি পুড়াইব অনলে করিয়া দান।
তরল বিষের বেণু
কেন আমি শুনিলাম,।
হৃদয় জ্বালানি বন্ধু
কেন তোমায় দেখিলাম।
ঘর যে আমার পর হইল গো,
পর যে হইল জাবন আমার,
তোমার লাগি চোখের জলে গেথেছি গলার হার
শ্রবণে বধির হ'ব, না শুনিব বাঁশি,
নয়ন উপাড়ি দিব, না হেরিব হাসি,
বাঁশির সুরে ডুবে আমি ত্যাজিব পরাণ।

— পাচ —

চাঁদের দেশের বারতা ল'য়ে যে
ফাল্গুন দূতী এলো,
ফেলে দেওয়া রাখী পরে নে আবার,
ললাটে তিলক দে লো,
আল্পনা যদি গিয়াছে মুছিয়া,
আঁখি জলে এঁকে নে লো।

* * * *

নদী-জল-ধারা মিশেছে সাগরে,
বাঁশি ফিরে পেল গান,
অভিমান মিশে নব প্রেম সাথে,
এক হয় দুটি প্রাণ,
তবে কেন সখি মলিন নিরখি,
মানিনী ভোলো এ মানা

— ছয় —

ভ্রমরা কহিল কমল আঁখি তোলো,
সহজে কোমলা মানিনী মান ভোলো।
সজল নয়নে কমল কহে হাসি,
ভাল হে নিঠুর, ডাকিলে তবু আসি।
কহিল ভ্রমরা এ কথা নাহি বোলো,
আমার পরাণ তোমার আজি হোলো।
মোহিয়া কমলে গাহিল অলি কত,
সরমে রাঙিয়া কমল-মুখ নত।
গাহিল ভ্রমরা যাবার বেলা হোলো,
কহিল কমল একথা নাহি বোলো।

— সাত —

ফিরে যায় মরীচিকা,
নিভে যায় দীপ শিখা,
রঙে রঙে আঁকা ছবি,
আঁধারে লুকায় সবি,
নিজ হাতে মুছে যায়,
আপনার জয়টীকা।
শাথে শাথে কাঁদে পাখী,
যেতে নাহি দিব কহে,
পথ পরে ঝরাপাতা,
চরণ ধরিয়া রহে।
মিলনে সে নাহি রয়,
বিরহে সে মিছে হয়,
সে কি মায়া, সে কি ছায়া,
আঁখিজলে লিপিলিখা।

The Calcutta Printing Co., Ltd.